*Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 249-269*

# করিমপুরের বাউল ধর্ম ও গান

উত্তম শর্মা

প্রাক স্বাধীন ভারতের নদিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত করিমপুর থানা এক গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন কাগজপত্র এবং নীলকুঠির দলিল দস্তাবেজ থেকে এই অঞ্চলের নদীমাতৃক অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির আভাস পাওয়া যায়।বস্তুত কৃষিপ্রধান দরীদ্র ও অনুন্নত এই অঞ্চলের যে বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল এখানে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (কিছু বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতি ব্যতিরেকে)।[1] উল্লেখ্য যে এখানে মুসলমান, হিন্দু,খ্রিস্টান প্রভৃতি মূল ধারার ধর্ম সম্প্রদায়ের অবস্থানের পাশাপাশি বাউল সাধকদেরও অস্তিত্ব ছিল। বলা যায় সেই সময় থেকেই করিমপুরে লালন শাহের অনুসারী বাউল ফকির এবং চৈতন্য পরবর্তী রূপ গোস্বামীর অনুসারী বৈষ্ণব সহিজিয়াদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এর সাথে দেখা গেছে আউল চাঁদের কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব।[2] আবার এখানকার অনেকেই সাহেবধনী শাখার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আর এই সকল সম্প্রদায়ের মেলবন্ধনেই এখানে গড়ে উঠেছে বাউল সাধনার ঐতিহ্য। বস্তুত এদের সাধন পদ্ধতি, সাধনার লক্ষ্য, সংগীত, সাধনার বিষয়, পোশাক, সামাজিক ভাবনা, জীবনধারণ ইত্যাদি কোন কিছুতেই পার্থক্য দেখা যায়না-- উপরন্তু সকলেই একসাথে সাধুসঙ্গ করে।পার্থক্য শুধু এই যে এদের মধ্যে মুসলমান পরিবার থেকে আগতরা নামের পরে ফকির এবং হিন্দু ঘর থেকে আগতরা নামের পরে দাস কিংবা বাউল পদবী ব্যবহার করেন। অনেক সময় দুটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের থেকে আগতরাই খ্যাপা পদবী ব্যবহার করেন। যাইহোক বাউল ধর্মের প্রচলিত ধারার অনুযায়ী এরা প্রত্যেকেই প্রচলিত মূলধারার ধর্ম সম্প্রদায়ের থেকে স্বতন্ত্র ধর্ম ভাবনার চর্চা করে, এরা বাউল ধর্মের গোপন গুহ্য সাধন তত্ত্ব, বস্তু রক্ষা,সম্প্রদায় নিরপেক্ষতা, মানুষের ভজন সাধন ,গুরুর উপাসনা প্রভৃতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এদের সঙ্গীত তথা বাউল গানই হল এদের মতাদর্শ প্রচারের ও সাধনার মূলমন্ত্র। [3]

..................................................................................................................................

**স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।**

**ধর্মীয় দর্শন, আদর্শ, লক্ষ ও সাধন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়**

বাউল ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী করিমপুরের বাউল ফকির সাধকরাও সমাজে প্রচলিত মূলধারার ধর্ম সম্প্রদায় গুলির উপাসনার সাথে সাধারণত নিজেদের যুক্ত করেন না। হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আগত বাউলরা কোন পুজো পাঠ করেন না পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্যও বিশ্বাস করেন না। অন্যদিকে মুসলিম মুসলমান সম্প্রদায় থেকে আগত ফকিররা ইসলামের রোজা, নামাজ, হজ্ব প্রভৃতিতে বিশ্বাস রাখেন না।[4] যদিও তারা তাদের এই বিশ্বাসকে তাদের সন্তান সন্ততিদের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেন না। বাউল ফকিরদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের সন্তানদের বিবাহ দিতে পুরোহিত নিয়োগ করেছেন।[5] আবার অনেক ফকির তাদের সন্তানদের খতনা করিয়েছেন (এ প্রসঙ্গে তারা লালন শাহ কে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন সুন্নত দিলে হয় মুসলমান নারীর তবে কি হয় বিধান! তাদের মতে এটি সুস্থ জীবনচর্যার অঙ্গ)। অনেকে শুধুমাত্র ঈদের নামাজ পড়েন। বলা বাহুল্য যে এগুলি বেশিরভাগই সমাজে টিকে থাকার দায় থেকেই করা। এরা মূলত গুরু শিষ্য পরম্পরায় এক স্বতন্ত্র ধর্ম ভাবনা পালন করেন।

হিন্দু মুসলমান সকলের ক্ষেত্রেই দীক্ষা দানের পদ্ধতিও প্রায় একই রকম। এই দিক্ষা দান প্রক্রিয়া যথেষ্ট গোপন।তবে বাউল ধর্ম প্রদানের সাধারণ দীক্ষা প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে বৈষ্ণব বাউলদের ভেক দীক্ষা ও ফকিরদের মধ্যে আঁচলা দীক্ষা বা খিলাফতি নামে ত্যাগ,বৈরাগ্য,বাউলানা,ফকিরানার পাঠ দেওয়ার প্রচলন আছে । তখন থেকে এরা কেবল মাত্র মাধুকরী আর ধর্ম সাধনায় লীন থাকতে বাধ্য হন। বাউল ধর্মের সাধারন দীক্ষা লাভের পর থেকেই হিন্দু বাউল বা মুসলমান ফকির উভয়েই গুরুকে 'বাবা' / 'গোঁসাই' বলে সম্বোধন করেন এবং গুরুর অধীনে থেকে দীর্ঘ সাধনার মধ্য দিয়ে শিক্ষা করেন মানুষ ভজার কৌশল,বস্তুরক্ষা,গুহ্য সাধনা আর গুরুর উপাসনা।বস্তুত এরা বর্তমানবাদী এদের কথা হল "যা দেখি নি নয়নে তারে ভজিবো কেমনে!" কখনো এরা বলে ওঠেন "খাই দাই হাগে তার পূজা আগে।"এরা জাতিভেদ মানে না ,বেদ মানে না, শরীয়তের গুরুত্ব প্রকাশ করে না, এরা শুধু গুরু কে মানেন।[6] এরা সাধারণত নিরামিষ আহার করে। আমিষ আহার করলেও সেক্ষেত্রে গোমাংস এবং শূকরের মাংস কখনোই ভক্ষণ করেন না।[7] এরা অনেকেই গঞ্জিকা সেবন করেন। তবে আসমত ফকিরের মত কেউ কেউ সম্পূর্ণরূপে নেশা মুক্ত। বাউল সাধন তত্ব সম্পর্কে তারা সাধারণত কিছুই বলতে চান না। এক্ষেত্রে যা বলেন তা হল "আপন সাধন কথা/না কহিবো যথা তথা"। যেটুকু বলেন তাও সন্ধ্যা

ভাষায়।[8] তাই এদের সাধনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন খুব কষ্টসাধ্য সম্ভবত সামাজিকতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে মাথায় রেখেই এরা এদের সাধন-প্রণালীর গোপনীয়তা বজায় রাখেন। তবুও যেটুকু অনুধাবন করা যায় তাতে বোঝা যায় যে এদের সাধনায় গুরুর স্থান সর্বাগ্রে। কারন গুরুর কাছে থেকেই তারা হাতে কলমে শিখে নেন সাধনার বিভিন্ন স্তর এবং মহাজনের পদ।

তাদের সাধনায় সর্বত্র দেখা যায় মানুষের বন্দনা। সম্ভবত তাদের সাধনার যে মূল লক্ষ্য অর্থাৎ বস্তুরক্ষা এর পশ্চাতেও আছে এই মানব সত্তা রক্ষা করার প্রয়াস। বাউল ও ফকির সাধকরা তাদের আখড়া বা আশ্রমে এক গোপন গুহ্য সাধনার মধ্য দিয়ে বস্তু রক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। এর জন্য তারা ধ্যান, বাতাসের (শ্বাসপ্রশ্বাস) নিয়ন্ত্রণ, প্রাণায়াম এবং চার চন্দ্রের চর্চা করেন। চার চন্দ্র হল- রূপ (নারীর রজঃ), রস (মুত্র), বস্তু (পুরুষের শুক্র) এবং মাটি (মল) সেবন।[9] অবশ্য এগুলি হল প্রারম্ভিক সাধন চর্চা একসময় বস্তু রক্ষার বিষয়টি সহজাত হয়ে যায় তখন মনের ইচ্ছাতেই বস্তু নিয়ন্ত্রিত হয়।[10] অনেকে আবার কখনোই চার চন্দ্রের চর্চা করেন না। আবার কেউ কেউ এ প্রসঙ্গে সত্য গোপনের পন্থা অবলম্বন করেছেন। উল্লেখ্য যে এই বস্তুরক্ষার কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে বস্তুর মধ্য দিয়ে কোটি কোটি জীব অস্তিত্বের বিনাশ সাধন হয় তাই বস্তু রক্ষার মধ্য দিয়ে ঐ সকল মানব সত্তার অবলুপ্তিকে রোধ করা প্রয়োজন।[11] আবার কেউ কেউ বলেন বস্তুরক্ষিত হলে শরীরে প্রেম ভাব রক্ষিত হয়।[12] বস্তু ছাড়া মানব শরীর সার শুন্য। বস্তু ছাড়া মানুষের কোন অস্তিত্ব নেই। আরেকটি মত হলো বস্তুরক্ষা হলো কাম নিয়ন্ত্রনের পথ।কাম নিয়ন্ত্রন করে সাধনাই লীন থাকা যায়।[13]

**ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে করিমপুরের বাউল ধর্ম সাধক ও সাধনা**

প্রাক স্বাধীন ভারতের করিমপুর অঞ্চলে বাউল সাধনার ঐতিহ্য থাকা স্বাভাবিক। তৎকালীন নদিয়া জেলা ছিল লালন, শাহী কর্তা ভাজ, সাহেবধনী, খুশি বিশ্বাস, ন্যাড়া নেড়ি, বৈষ্ণব জাত বৈষ্ণব, প্রভৃতি গৌণ ধর্মের মূল আধার। অন্যদিকে পাশের জেলা মুর্শিদাবাদে ছিল সুফিগুরুদের ব্যাপক অবস্থান। বস্তুত প্রাক স্বাধীনপর্বে এই অঞ্চল ছিল মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। পাশেই কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়ার লালন শাহের এবং নদিয়ার নবদ্বীপের চৈতন্যদেবের আদর্শ ও চৈতন্য পরবর্তী রূপ গোস্বামীর প্রভাব ছিল ব্যাপক এর পাশাপাশি শিকারপুর অঞ্চলে কর্তাভজাদের যাতায়াত ছিল। আবার করিমপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গুলিতে সাহেবধনীদের প্রভাব ছিল, প্রভাব ছিল ন্যাড়া ন্যাড়িদেরও। এই সব কিছুর প্রভাবেই তৎকালীন সময়ে করিমপুরে বাউল ধর্ম গড়ে

উঠেছিল। প্রাকস্বাধীন ভারতের উল্লেখযোগ্য বাউল সাধক ছিলেন –

ক) শিকারপুরের আমানত গায়েন। তিনি মনসার ভাসান, কবি ও বাউল গান গাইতেন তার উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন হরিহরপাড়ার স্বরূপপুরের যদু শাহ এবং স্কুল শিক্ষক জনাব পণ্ডিত।[14] আমানত গায়েনের গরু পরম্পরা নিয়ে মতভেদ আছে। একটি সিজরানামা অনুযায়ী-

হযরত মুহাম্মদ > আলী মুর্তজা > হাসান বসরি >আদম বলখী > থুববান বস্বরী > মখসেদ আলবেদায়ে নূর>আবু মোহাম্মদ চিশত আউলিয়া > ইউসুফ চিশত আউলিয়া>মদদ চিশত >শরিফ জেন্দানি আউলিয়া>ওসমান হারুন > খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি >কুতুবুদ্দিন আউলিয়া > ফরিদ গঞ্জ আউলিয়া >নিজামুদ্দিন আউলিয়া >আঁখি সিরাজুদ্দীন>আলাওল হক > নুর কুতুব আলম > জাহেদ বিন জাহেদ >কাজী শেখ শাহ >মখদুম শাহ >আব্দুল্লাহ কোরেস > রহমাতুল্লাহ শাহ > বড় দস্তগীর আউলিয়া>আব্দুল রহিম > জয়নুল সাদেকিন>বদন বিশ্বাস > থিরুচাঁদ > হিরু চাঁদ > পানু চাঁদ > উদয়চাঁদ > আমানত গায়েন।

খ) এই সময়কালের একজন সাধক থানারপাড়ার গোড়ভাঙ্গার আজাহার খান। তিনি পরবর্তী কালে আজাহার ফকির নামে পরিচিত হন।তার গুরু প্রণালী টি হল- আমানত গায়েন (পূর্বোক্ত) > ঈশান পণ্ডিত > জনাব পণ্ডিত > আজাহার ফকির

বস্তুবাদী এই সাধক বলেন -

*" মেয়ে রুপি মহাজনের সঙ্গে শয়ন করো।*
*তার ভান্ডে অমূল্য ধন এনে আপন ভাণ্ড পুরো।।*

তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উল্লেখযোগ্য দূত। তিনি তার আশ্রমে ঝাড় ফুঁক, তুকতাক ও কবিরাজীর মাধ্যমে চিকিৎসা করতেন।তিনি অসংখ্য পদ রচনা করে বাউল ধর্মের বিস্তার ঘটান। উল্লেখ্য যে এই অঞ্চলে বাউল ধর্ম বিস্তারে তার বিশেষ অবদান রয়েছে।[15] গোড়ভাঙ্গায় বহু প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করে তিনি প্রথম তার ১৬ জন শিষ্যকে নিয়ে বাউল ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তার উল্লেখযোগ্য শিষ্যরা হলেন- আবসার ফকির, সামু ফকির, সাবি ফকির, তারাপদ বিশ্বাস, অমর দত্ত প্রমূখ।

গ) প্রাক স্বাধীন ভারতের করিমপুরের একজন উল্লেখযোগ্য সাধক ছিলেন কলাবাড়িয়ার জুল্লু রহমান। তার গুরু প্রনালী ছিল -হযরত মুহাম্মদ > আলী মুর্তজা > হাসান বসরি > আদম বলখী > থুববান বস্বরী > মখসেদ আলবেদায়ে নূর > আবু মোহাম্মদ চিশত

আউলিয়া > ইউসুফ চিশত আউলিয়া > ইসাহক চিশত > মদদ চিশত > শরিফ জেন্দানি আউলিয়া > ওসমান হারুন > খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি > কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি > ফরিদ উদ্দিন গঞ্জ শকর > নিজামুদ্দিন আউলিয়া > আঁখি সিরাজুদ্দীন > আলাওল হক>নুর কুতুব আলম > জাহেদ বিন জাহেদ >কাজী শেখ বাদি নূর > নূর মখদুম আহমদ চিশত > আবু আব্দুল্লাহ কোরেস > রহমাতুল্লাহ > বড় দস্তগীর আউলিয়া > আব্দুল রহিম > জয়নুল সাদেকিন > ফয়জুল্লাহ সাহু>কদরত উল্লাহ শাহ > কলিমুল্লা সাঁই > সিরাজ সাঁই > লালন সাঁই > ভাদুই সাঁই > ছদ্দু সাঁই > মিজু সাঁই > মহেশ পণ্ডিত > জুলু রহমান

ঘ) মজলিসপুরে বাউল সাধনা করতেন নজরউদ্দিন কারিগর। তার গুরুর নাম জানা যায় না। তবে তার প্রভাবে তার ভ্রাতুষ্পুত্র নঈম উদ্দিন কারিগর বাউল ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি এই করিমপুরেরই গোপালপুর ঘাটের নিকটবর্তী শ্রীরামপুরের বাউল সাধক তমের উদ্দিন মিয়ার কাছ থেকে বাউল ধর্মে দীক্ষা নেন।

ঙ) ব্রিটিশ শাসিত করিমপুরের নারায়নপুর অঞ্চলের পরানপুরে বাউল সাধনায় লিপ্ত ছিলেন ফরিদ বিশ্বাস, তার পুত্র সৈয়দ হালসানা এবং সৈয়দ হালসানার পুত্র পাঁচু ফকির।[17] এই বংশের প্রথম দুইজনের গুরুর নাম জানা যায়না। পাঁচু ফকির তার গুরুর যে সিজরা নামা দিয়েছেন তা হল - বদন বিশ্বাস (প্রাগুক্ত)>আব্দুল্লাহ বিশ্বাস>চাঁদপতি>পাঁচু বিশ্বাস (পাঁচরুল্লা ফকির / পাচু ফকির)।
পাঁচু বিশ্বাসের উল্লেখযোগ্য শিস্য ছিলেন মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা সাধক বাহারের সন্তান সুরমান।

চ) ইংরেজ নীলকর শাসিত করিমপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব বাউল ধর্মের সাধক ছিলেন রাজ ক্ষ্যাপা। শ্রীহট্টের এই ভ্রাম্যমান সাধক বালিয়াডাঙ্গায় নিজ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাল পর্বেরই তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন নাটনার মনি গোঁসাই, হৃদানন্দ, সচ্চিদানন্দ। রাজ ক্ষ্যাপা তার অসংখ্য যুক্তিবাদী পদের দ্বারা ব্যবসায়ী গুরুদের আঘাত হেনেছেন এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন।[17/8]

করিমপুরের নাটনা গ্রামের খ্যাতনামা সাধক ছিলেন মনি গোঁসাই। তিনি

রাজক্ষ্যাপার প্রভাবে প্রভাবিত হন এবং অসংখ্য পদের মধ্য দিয়ে জাতপাত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাদের গুরু প্রণালীটি অনেকটা এইরকম–শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু >
রূপ গোস্বামী > রঘুনাথ দাস > কৃষ্ণ দাস কবিরাজ > জগদানন্দ গোস্বামী > মধুসূদন গোস্বামী > বৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামী > নিতাই চাঁদ গোস্বামী > কানাইলাল গোস্বামী > প্রাণ গোপাল গোস্বামী > রামকৃষ্ণ গোস্বামী > ব্রজ বল্লভ গোস্বামী > রাসবিহারী গোস্বামী > রাজ ক্ষ্যাপা > মনি গোঁসাই।[18]

ছ) খাঞ্জিগোপালপুরের গোষ্ঠ বিহারী দাস ছিলেন খ্যাতনামা সাধক। তার গুরু প্রণালী টি হল- চৈতন্য মহাপ্রভু > স্বরূপ > রূপ গোস্বামী > রঘুনাথ দাস > কৃষ্ণদাস ফকির > মুকুন্দ দাস > অটল বিহারী দাস > সতীশ বৈরাগ্য > রঘুনাথ দাস[19] গোষ্ঠ বিহারী দাসের সমকালীন স্থানীয় শিষ্য ছিলেন নিখিল গোঁসাই। তিনিও সাধনার উচ্চতম স্তর স্পর্শ করেছিলেন।

জ) করিমপুর সন্নিহিত নাজিরপুরের গোপাল বিশ্বাস ছিলেন বড় পদকর্তা ।তার স্ত্রী ভুবন মোহিনীও পদ রচনা করেছেন ।তিনি ছিলেন লালনের সমসাময়িক ।শোনা যায় তিনি লালনের সাথে পাল্লা দিয়ে গান করতেন। তার গুরু পরম্পরা হলো - বদন বিশ্বাস > থিরুশাহ > গোপাল বিশ্বাস (পূর্বোক্ত)। বদন বিশ্বাস এর শিষ্যরা হলেন আলাপ, বাহার, নইমুদ্দিন প্রমুখ।[20]

ঝ) আলোচ্য কালপর্বের একজন খ্যাতনাম বাউল সাধক ছিলেন ফুল খালির নৃপেন চক্রবর্তী। তিনি বাউল সাধনার মূল তত্ত্ব বস্তু রক্ষার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি ছড়া কেটে বলেছেন-

বলি দিতে নিষেধ নাই বলি আছে চার যুগে বলি
যাওয়া-আসা দুটো বলি। যে বন্ধ করেছে তারে সাধক বলি।।
চার যুগ হল- স্থূল, প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধ স্তর ⅔[0]

ঝ) এই সময়কালেই টেপিদহ তে প্রফুল্ল গোঁসাই[21] ও কালিদাস গোঁসাই সাধনা করতেন। [22]

ঞ) ফাজিলনগরের এলাহী বক্স, আদম বিশ্বাস, কাদের বিশ্বাস

ট) কুমরির গুরুপদ গোঁসাই,

ঠ) বাজিতপুরের গৌর গোঁসাই, ভূপতি গোঁসাই,

ড) দীঘলকান্দির পতিত পাবন হালদার

ঢ) আঙ্গারদহের জঙ্গলী ফকির, তার গুরু ছিলেন প্রাগুক্ত আঙ্গারদহের জঙ্গলী ফকির।

ণ) শিকারপুরের মন মন্মথ গোঁসাই

উপরোক্ত সকলেই ছিলেন প্রাক স্বাধীন ভারতের নীলকর নিয়ন্ত্রিত করিমপুরের উল্লেখযোগ্য বাউল সাধক। [23] এছাড়া

ত) শিকারপুরে কালাচাঁদ ফকির কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধন তত্ত্ব প্রচার করেন।

যাইহোক করিমপুরের বাউল সাধকদের গুরু পরম্পরা সম্পর্কে বিতর্ক আছে। নদীয়া জেলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো করিমপুরের বাউলদের মধ্যেও বৈষ্ণব পরম্পরা, ইসলামী পরম্পরা এবং ওড়াকান্দির স্রোত ও ঘোষপাড়া কর্তাভজা বা সাহেবধনী ঐতিহ্য থেকে গুরুতালিকা পাওয়া যায়। এই সকল গুরু তালিকার শীর্ষে কখনো দেখা গেছে চৈতন্যদেব বা হযরত মুহাম্মদ এর মত সাধকদের নাম। মনে করা হয় যে এগুলি নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যও কেউ কেউ সিজরানামায় ব্যবহার করে থাকেন (সকলে নয়) । আবার এই অঞ্চলে প্রাপ্ত একাধিক সিজরানামায় গুরু পরম্পরার ক্ষেত্রে কিছু স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করা গেছে। অন্যদিকে এখানকার ফকিররা সকলেই লালন শাহের অনুসারী বলে দাবি করেন কিন্তু গুরু পরম্পরা ঘাটলে দেখা যায় লালন শাহি, সাহেবধনি, কর্তাভজা, বৈষ্ণব, ন্যাড়া নেড়ি– নদীয়া জেলার প্রায় প্রতিটি গৌণ ধর্মই এখানে এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে এবং সকলের সমন্বয়েই পরিপূর্ণ হয়েছে করিমপুরের বাউল ধর্ম।

**স্বাধীনতা পরবর্তী করিমপুরের বাউল সাধক ও সাধনা**

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক দিক থেকে করিমপুরের চিত্র বদলে যায়। মেহেরপুর চলে যাই পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)এর মধ্যে আর করিমপুর কৃষ্ণনগর মহকুমার সাথে যুক্ত হয় অতঃপর করিমপুর তেহট্ট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়।দীর্ঘ প্রশাসনিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অখণ্ড করিমপুর থানা চারটি থানা এলাকায় যথা হোগলবাড়িয়া , থানারপাড়া, মুরুটিয়া, এবং করিমপুর থানায় বিভক্ত হয়েছে। বিভক্ত হয়েছে করিমপুর ১ ও করিমপুর ২ ব্লকে। স্বাভাবিকভাবেই বাউল

সাধকদের ধর্মচর্চার কেন্দ্রও স্বতন্ত্র প্রশাসনিক বিভাগের অঙ্গীভূত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে স্বাধীনতা পরবর্তী বাউল সাধকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

**করিমপুর ১ নম্বর ব্লকের উল্লেখযোগ্য বাউল ফকির সাধকরা হলেন**-

১) মজলিস পুরের আসমত ফকির (দুখু ফকির)একজন উল্লেখযোগ্য সফী মতাবলম্বী বাউল সাধক। বাউল সাধনায় তিনি তার পরিবারে তৃতীয় পুরুষ। তার গুরু ছিলেন প্রাগুক্ত কলাবেড়িয়ার জুল্লু রহমান।দীক্ষা কালে আসমত ফকিরের নাম হয়েছে আসমত আজম আল চিশতী নিজামী। নিজ বাড়ির পিছনে স্বতন্ত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি তার ধর্ম চর্চা করেন। করেন ঝাড়ফুঁক তুকতাক ও কবিরাজি চিকিৎসা। তার অগণিত হিন্দু এবং মুসলমান শিষ্যদের কাছে তাদের গোঁসাই এই দুখু ফকির দরবেশ তুল্ল।তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহসিন, বড় নলদার সাহেব ধনী সম্প্রদায়ের সাধক লালন ফকিরের শিষ্য।মহসিন এর সন্তান তাসিন, তিনি তৈমুর নামক এক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। মেজ ভাই ইয়াসিন, তিনি জুল্লু ফকিরের কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত। ইয়াসিনের সন্তান মজিবর তিনি আসের আলীর শিষ্য। আসমত ফকিরের সন্তান কামানুজ্জামান( আতাহার ফকির ), তিনি গুরু খেজমতের শিষ্য। আসমতের অপর ভ্রাতা মোতালেব, তার গুরু হলেন ঈমান পন্ডিতের অন্যতম শিষ্য লোকমান। আসমতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রুস্তম, রুস্তমের গুরু বড় নলদার সাহেবধনী সাধক লালন ফকির। রুস্তমের তিন সন্তান আজীবর, শওকত ও ফেরদৌস এদের প্রত্যেকেরই গুরু আসমত ফকির। এই পরিবারে কেবলমাত্র আসমত ফকিরই দীক্ষা প্রদান করেন। তার হিন্দু-মুসলিম অসংখ্য শিষ্য আছে এদের মধ্যে অন্যতম হলো ওয়াজ আলী, নিফাজ, নারায়ন দাস প্রমূখ।[24] অর্থাৎ তার পরিবারেই সুফি ঐতিহ্য, লালন শাহি ঘর, বদন শাহী ধারা, সাহেবধনী ঘর প্রভৃতির মিশেল রয়েছে। প্রতি বৃহস্পতিবার তো বটেই প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় তারা সকলেই মিলিত হন এবং একই সাথে উপাসনা করেন।

২) কুচাইডাঙ্গার জনপ্রিয় ফকির সাধক ছিলেন সাদের ফকির। তিনি জিন্দু ফকির বা জিন্দু বাউল নামেও পরিচিত ছিলেন। তার গুরু ছিলেন প্রাগুক্ত গোড়ভাঙ্গার আজাহার ফকির।তিনি মূলত লালন ফকিরের গান পরিবেশন করতেন। মাধুকরী ছিল তার অন্যতম জীবিকা। মারফতি তত্ত্বের উপর অধিক আগ্রহের জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত।[25]

৩) তকিপুরের বৈষ্ণব বাউল হলেন ফটিক দাস বৈরাগ্য ও তার সন্তান প্রভাস মন্ডল (দাস বৈরাগ্য)। প্রভাস মূলত মধু মণ্ডল নামেই পরিচিত। এই পিতা পুত্রের গুরু ছিলেন

প্রাগুক্ত গোষ্ঠ বিহারী দাস। মধু মন্ডল নিজে গান করেন না তবে বাউল ধর্মের চর্চা করেন ও স্থানীয় বাউল সংগঠন করেন। এদের প্রধান জীবিকা হল কৃষিকাজ।[26]

৪) বাঁশবেড়িয়ার একজন মারিফতি সাধক হলেন খলিল ফকির। তাঁর গুরু হলেন আসমত ফকির।তিনি মূলত লালন শাহের গান চর্চা করেন। বছরে একবার তিনি তার আখড়াই সাধু সংঘের আয়োজন করেন।[27]

৫) বাঁশবেড়িয়ার একজন বিশেষ পরিচিত বাউল হলেন রমেন দাস বৈরাগ্য। তার গুরু টেপিদহের হারানচন্দ্র দাস বৈরাগ্য। তিনি মূলত কৃষিজীবী তবে নিজ বাড়ির এক কোণে আখড়া স্থাপন করে তিনি বাউল সংগীত ও ধর্মচর্চায় নিয়োজিত আছেন। সেখানে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাউল সাধক ও বাউল অনুরাগী মানুষজন মিলিত হন। রমেন দাস বৈরাগ্য মূলত লালন শাহের গান কুবির চাঁদের গান ভবা পাগলার গান পরিবেশন করেন এমনকি নিজেও পদ রচনা করেন।[28]

**করিমপুর ১ নং ব্লকের আরোও কয়েকজন সাধক** [29]

| বাউল ফকিরের নাম | বসত বাড়ি /আখড়ার ঠিকানা |
|---|---|
| বলাই সাধু | নাটনা |
| বড়ো মদন গোপাল দাস, ছোট মদন গোপাল দাস | ফুলখালি |
| অসিম সাধু, আজমত ফকির, | হোগলবেড়িয়া |
| ওসমান ফকির, সোলেমান ফকির, ছাপাত উল্লাহ | গোপালপুর ঘাট |
| পাঁচু গোঁসাই, রহিম ফকির,জয়ন্তী দাস বৈরাগ্য, শান্তি সাধু | নাটনা |
| আবু বকর সিদ্দিক, আতাহার ফকির, ইসরাফিল ফকির | মুক্তাদহ |
| উমর ফকির,নারায়ন চন্দ্র দাস,আঞ্জুরা,আসুরা, | বাঁশবেড়িয়া |
| ওয়াজ আলী | বড় জঙ্গল |
| ধনেশ সরকার,অনাথ গোস্বামী,জিতেন গোঁসাই, | করিমপুর |
| নফর ফকির | কেঁচুয়াডাঙ্গা |
| শ্যাম বাউল | নাসিরের পাড়া |
| রাজু ফকির | শিকার পুর |
| ফুরকান কারিকর,কেয়ামত সেখ,সাদেক ফকির,অফেজ | পিপুল বেড়িয়া |
| রহিম ফকির | নাটনা |
| | |

**করিমপুর 2 নং ব্লকের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন বাউল ফকির সাধক হলেন-**

১) মহিষ বাথানের বাউল সাধক হরেন্দ্রনাথ সরকার। তিনিও বস্তুবাদী সাধনায় বিশ্বাস করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "নারীর গুপ্তধন রজঃ। তাকে মুখ দিয়ে সংগ্রহ করা উচিত। নারীও পুরুষের বস্তু গ্রহণ করবে এতে উভয় পুষ্ট হবে এবং সমতুল্য ভাব প্রতিষ্ঠিত হবে।"[30]এই অঞ্চলের আরেকজন সাধক ছিলেন নৃপেন গোঁসাই।

২) গোড়ভাঙ্গার বাউল সাধকদের মধ্যে অন্যতম একটি নাম হল খৈবর ফকির। বিংশ শতকের পাঁচের দশক নাগাদ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ থেকে স্নাতক উত্তীর্ণ হওয়ার পর খৈবর ফকির মারফত তত্ত্বের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হন এবং বস্তুবাদী সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে মনস্থির করেন। অতঃপর স্বরুপপুরের বশির উদ্দিন শাহর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বশির উদ্দিন সাঁইয়ের গুরু ছিলেন ওসমান সাঁই, তার গুরু যদু সাঁই এবং যদু সাঁইয়ের গুরু প্রাগুক্ত শিকারপুরের আমানত গায়েন। বস্তুবাদী এই সাধক তার অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সদা হাস্যময়তা, মারফতি সাধন তত্ত্ব, সুকণ্ঠের জন্যে প্রসিদ্ধ।[31]

৩) করিমপুর ২ নম্বর ব্লকের নারায়ণপুরের খ্যাতনামা বাউল সাধক ছিলেন খেজমত ফকির। তার গুরু ছিলেন প্রাগুক্ত ফাজিল নগরের কাদের ফকির। বস্তুবাদী এই সাধক একাধিক শিষ্য তৈরি করেছেন।[32] বাউল তত্ত্ব ও সংগীতের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ।

৪) গোড়ভাঙার বাউল ফকিরদের মধ্যে অন্যতম হলেন লালু ফকির ও করিম ফকির, এদের ভ্রাতুষ্পুত্র সামসুদ্দিন ফকির এবং মুজিবুর ফকির। উল্লেখ্য যে মুজিবুরের গুরু হলেন প্রাগুক্ত ইলাহি বক্স।বাকি তিনজনের গুরু আজাহার ফকির।[33]

৫) করিমপুর ২ ব্লকের নেতৃত্বস্থানীয় বাউল সাধক হলেন মনসুর ফকির।তাঁর গুরু পূর্বোক্ত ইলাহি বক্স।তিনি পিতা আজাহার ফকিরের সমাধিক্ষেত্রকে মাজারে পরিণত করেছেন।একে কেন্দ্র করে চলে তার সাধন তত্ত্ব, সংগীত চর্চা ও সাধনার বিস্তার। তিনি প্রায় সমগ্র ভারতে অসাম্প্রদায়িক চেতনার দূত। নদিয়া জেলার নির্বাচন কমিশনের ব্র্যাণ্ড অ্যাম্বাস্যাডারও নিযুক্ত হয়েছেন। পেয়েছেন একাধিক সরকারি ও বেসরকারি সম্মাননা। তিনি তার সুরেলা কণ্ঠে এবং অসাধারণ দোতারা ও খোল বাদনের মধ্য দিয়ে বাউল সংগীতকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারন সাধু সভা থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এবং টিভির পর্দাতেও। তিনি মূলত বস্তুবাদী সাধক। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে তার কাম ও দমের চর্চা।তিনি তাঁর সন্তান পিয়াস ও শিশিরকে নিয়ে চালিয়ে যান ফকিরি সাধনা। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যরা হলেন- গোলাম ফকির, বাবু ফকির,সরোজ ঘোষ, শান্তনা ভট্টাচার্য।[34]

৬) গোড়ভাঙার সামসুদ্দিন ফকিরের চার সন্তান - আব্দুল রসিদ খাঁ, আরমান ফকির,গোলাম ফকির,ও বাবু ফকির। আরমান ফকির ও গোলাম ফকিরের গুরু হলেন বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার গনি পাগল আর বাবু ফকিরের গুরু হলেন প্রাগুক্ত মনসুর ফকির। তাদেরই পরিবারের আরেকটি শরিক মুজিবর খানের দুই সন্তান হলেন সিদ্দিক ফকির এবং আক্কাস ফকির। সিদ্দিকের গুরু হলেন মাটিয়ারির সাতাইজি এবং আক্কাসের গুরু বর্ধমানের আবসেদ ফকির। এরা মূলত বস্তুবাদী সাধক। এর পাশাপাশি এরা সংগীত চর্চা করেন। দেশের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সংগীত চর্চার পাশাপাশি বিদেশেও এরা ভারতীয় বাউল সংগীত কে প্রসারিত করেছেন। এই পরিবারের একমাত্র আরমান ফকির দীক্ষা প্রদান করেন। তার উল্লেখযোগ্য শিষ্যরা হলেন সেলিম ,শামীনুর, মুকুট ভট্টাচার্য, সঙ্গীতা দাস প্রমুখ।[35]

**করিমপুর ২ ব্লকের আরোও কয়েকজন সাধক -[36]**

| বাউল ফকিরের নাম | আশ্রম বা আখড়া |
|---|---|
| আমিরুল ফকির,নুর আলম ফকির | গোড়ভাঙ্গা |
| হজরত ফকির, রহমত উল্লাহ,অর্জুন ক্ষ্যাপা | গোয়াস |
| মহাদেব মন্ডল | কৃষ্ণপুর |
| রেহেনা পারভীন | রসিকপুর |
| কৃষ্ণ দাস বাউল | গন্ধরাজপুর |
| কাশেম ফকির,মুল্লুক ফকির, আলেক ফকির | পাইকশা |
| বরুণ খ্যাপা | সিঙ্গাডাঙ্গা |
| মিনতি মোহন্ত, স্বপন অধিকারী | মুরুটিয়া |

**করিমপুরের বাউল ফকিরদের আশ্রম ও অনুষ্ঠান**

করিমপুর এক নম্বর ও দুই নম্বর ব্লকের প্রায় প্রতিটি গ্রামে বাউল সাধকদের বসবাস রয়েছে। তবে এই সকল বাউল সাধকরা নিজেদের বাড়িতে মাঝে মাঝে সাধু সঙ্গের আয়োজন করলেও সাধারণত তারা স্থানীয় বিভিন্ন আখড়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত

থাকেন। করিমপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধান প্রধান বাউল সাধকদের অধীনে গড়ে উঠেছে একাধিক আখড়া বা আশ্রম সেখানে নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট তিথিতে বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন (বিশেষত বৃহস্পতিবার)সাধুসঙ্গ হয়। সরকারি অনুদানে ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় ।এমনকি লোকজনের জমায়েতে মাঝেমধ্যেই গান-বাজনা হয়ে থাকে।

করিমপুরের এমনই কয়েকটি আখড়া হলো- (ক) গোড়ভাঙার 'জনকল্যাণ সেবাশ্রম'। এটি মূলত আজাহার ফকিরের সমাধিক্ষেত্র কেন্দ্রিক মাজার।একে ভিত্তি করে মনসুর ফকিরের সাধনা পরিচালিত হয়। এখানে ফাল্গুন মাসের ৬ তারিখ থেকে ১০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় 'আজাহার ফকিরের অমর মেলা'। (খ) গোড়ভাঙার 'লালন ফকির-দাতাবাবা আশ্রম।' এই আশ্রমটি মূলত পরিচালিত হয় আরমান ফকির, আক্কাস ফকির ও বাবু ফকিরদের তত্ত্বাবধানে। এখানে সরকারি অনুদানের অনুষ্ঠান হয়। বাংলা নাটক ডট কম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাছাড়া আখড়ার সাধকরা নিজে উদ্যোগেও সাধু সঙ্গের আয়োজন করে থাকেন। এখানে প্রতি রবিবার বিনা পারিশ্রমিকে বাউল ও ফকিরী সংগীত শিক্ষার ক্লাস করানো হয়। (গ) মজলিসপুরের 'মানুষ সত্য সেবাশ্রম দরবার শরীফ'। এটি মূলত আসমত ফকিরের আখড়া। এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার শিষ্যরা সমবেত হন। অনেক মানুষ তাবিজ কবজ করাতে আসেন। প্রতি বৃহস্পতিবার সাধু সঙ্গ হয়। এবং প্রতিবছর ২৯ শে পৌষ আশ্রম উদ্বোধনের দিন স্মরণ করে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এছাড়া প্রতি বৈশাখ মাসের ৫ তারিখে এখানে সাধু সঙ্গ হয়.বাংলা নাটক ডট কম এখানেও ওয়ার্কশপের আয়োজন করে থাকেন। নারায়ণপুরের পরান পুরে অবস্থিত পাঁচু ফকিরের আখড়ায় প্রতি মাঘ মাসের ২২ তারিখে সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। শিকারপুরে অবস্থিত কালাচাঁদ ফকিরের আশ্রম কর্তা ভজা সম্প্রদায়ের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত।।প্রধান প্রধান এই সকল আশ্রম বা আখড়ার পাশাপাশি রমেন দাস বৈরাগ্য অর্জুন ক্ষ্যাপা তারা নিজে নিজে বাড়িতে স্বতন্ত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সাধনা করেন। সেখানেও বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই সকল অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের শিক্ষিত জ্ঞানী পন্ডিত থেকে নিরক্ষর ধর্মপ্রাণ মানুষ মিলিত হন। এখানে ভেঙে যায় উচ্চ নিচ, হিন্দু মুসলিমের বিভেদ প্রাচীর।[37]

**করিমপুরের বাউল ফকিরদের সংগীত:-**

করিমপুরের বাউল সাধকরা সাধারণত লালন ফকিরের গান চর্চা করেন। এর পাশাপাশি অনেকেই কুবীর গোঁসাই, ভবা পাগলা প্রমুখের গান পরিবেশন করেন।

এমনকি বাংলাদেশের শাহ আব্দুল করিম সহ অনেকের গান তারা চর্চা করে। পাশাপাশি করিমপুরের অনেক বাউল সাধক স্থূল, প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধ- এই চারটি পর্যায়েরই পদ রচনা করেন।এমনই কয়েকটি পদ হলো-

**১) কালাচাঁদ ফকিরের পদ:**

এখন কেন কাঁদছো রাধা
আগে কি তোমার মনে ছিল না!

কালাচাঁদ পাগলে ভনে
কৃষ্ণ প্রেম কি সবাই জানে!
জানে ব্রজের দুয়েক জনে।
কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক যারা
নয়ন দেখলে যায় চেনা।।[37/8]

**২) রাজ ক্ষ্যাপার পদ:**

দেহের বিকারাদি যতো করো পরিস্কৃত
দিবানিশি থাকো সরলে
ভাসো নির্মল প্রেম সলিলে।।

প্রশ্রয় পাইয়া দেহের রিপু ইন্দ্রিয় আদি-
এরাই ভজনে বিষম বিবাদী,
এদেরকে ফিরাও- মন সুপথে চালাও
নইলে ডুবিবা গরলে।।

মূলাধারে আছে কুলকুণ্ডলিনী
তাহারে জাগায়ে ওঠাও এক্ষনি
ষটচক্র ভেদে চলো নির্বিবাদে
প্রাণায়াম সাধো দ্বিদলে।।

আজ্ঞা চক্রে যেদিন করিবি গমন
উভয়ে আনন্দ- কৃত মন থাকিবি তখন
রাজ বলে খুলে, সে পথে না গেলে
সদাই কাঁদিবি বিরলে।। [37/8]

**(৩) মনি গোসাইয়ের পদ:**

মদিনাতে এলো মোহাম্মদ মথুরাতে এলো শ্যাম
ইমান খেলা খেলে রাসুল লীলা খেলে ঘনশ্যাম।।

মা খাদিজা পাগল হল নবীর প্রেমে মদিনায়
বাঁশির সুরে পাগল হয়ে রাধা চলে যমুনায়।।

একই কুলে জন্ম মোদের হিন্দু আর মুসলমান
একই বীর্যে জন্ম মোদের একই স্তনে স্তন্যপান।।

দেখে যারে হিন্দু-মুসলিম বৃন্দাবন আর মদিনায়
দুই রাখালে যুক্তি করে ভেড়ি আর গরু চরাই।।

মুসলমানের আল্লা যেমন হিন্দুদের হয় ভগবান
জল পানি একই বস্তু ভিন্ন বস্তু নয়রে আন।।

মনি বলে হিংসা-হিংসি হলো তাহার মূল কারণ
ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি হও সবে এক মন।।[১৪]

**(৪) আজাহার ফকিরের পদ -**

গৌর কাউরে ফিরাই নারে চিনো আগে নিত্যানন্দ
সাঙ্গপাঙ্গ লয়ে সঙ্গে নিত্য করে প্রেমানন্দ।।

নাইকো তাহার জাতির বিচার নাইকো তাহার ভজন আচার
ভক্ত সঙ্গে মন রঙ্গে মিশে থাকে পরমানন্দে।।

ব্রজে ছিলেন গোপিনীর সঙ্গে, দিয়ে অঙ্গ নারী অঙ্গে
ছিলেন ব্রজে প্রেমানন্দে, প্রভু এখন ভক্তের দুঃখে কান্দে।।

তাই প্রভু ভাবিয়া মনেতে, দেহ বদল করলেন বিষ্ণুপ্রিয়াতে।
পদরজ দান করিতে ডাকে ভক্তে কেন্দে কেন্দে।।

চন্ডালে প্রেম দান করিলে, জগাই মাধাই কতই মেলে
তবু প্রভু তারে বলে, আই ভাই মাধাই প্রেমানন্দে।।[39]

**(৫) আসমত ফকিরের পদ:**

শুনি নিরাকারে নিগুম ঘরে অটল রূপ ধরে
কোন পথে যায় আসে দেখাও তুমি নজরে।।

পুরুষ নামে হয় গো প্রকৃতি
কোন শহরে বসত করে কেমন আকৃতি?
উর্ধ্বে না নিম্নে গতি, বল আমায় ঠিক করে।।

শরীয়তের সত্য সাধনা
জিজ্ঞাসিলে খোদার কথা কেউ তো বলে না।
না দেখে তার উপাসনা হয় বলো কেমন করে।।

হাক্কিকতের হক্কানী কথা,
না দেখে যে আল্লা ভজে, সে কেমন ব্যাটা
জিজ্ঞাসিলে খোদার কথা হা হু করে দেয় সেরে।।

অধম আসমতের বাণী, আগে দেখাও কোরান খানি
ইল্লামান আত্মা আল্লাহু ব কাল বে ছালিম,
যার নাইকো আত্মা তালিম সে দেখবে কেমন করে।।[40]

**(৬) ধনেশ সরকারের পদ:**

গুরু আমার পাড়ের কড়ি নিল ছয়জনা
আমার আসল গেল দেনা হইলো
সাধন ভজন হইল না ।।

অবাধ্য হয় এই দেহের রাজা
কাম ক্রোধ আদি ইন্দ্রিয়গণ
তাহারি প্রজা।

আমার দশ ইন্দ্রিয় নব দ্বারে
ঘটাইল যন্ত্রণা।।

পঞ্চভূতের দেহখানা আটকুঠুরি এর মধ্যে থানা
কাম গুনে করিল কানা
আর তো পানি মানে না।।

ভাবিয়া ধানেশ বলে, পড়েছি ডাকাতের দলে
সদাই পিসিতেছে যাতা কলে
তোমায় ডাকতে সময় দিল না।।[41]

**(৭) রমেন দাস বৈরাগ্যের পদ:**
ব্যথা দিলে ব্যথা পাবি নাইতো কোন ভুল।
দুকূল ঠিক রয় না গাঙে, ভাঙ্গে নদীর কূল।।

নদীর বুক শুকাইরে যেমন লেগে ভাটির টান
কাঁচের বাসন ভাঙলে যেমন হয়রে খান খান।
কান্দে আমার আকুল পরান ভেবে না পাই মূল।।

মায়ার বাঁধন যায়রে ছেঁড়া নিঠুর হলে মন।
বিচ্ছেদ জ্বালা যায়না ভোলা গেলে এ জীবন।
পর কখনো আপন হয় না ভাঙলো মনের ভুল।।

অবোধ রমেন বলে আমি পাপী নাইকি পাপের মাফ!
সারা জীবন পেলাম দুঃখ আঘাত অনুতাপ।
পথের ধুলায় পড়ে থাকা, ঝরে যাওয়া ফুল।।[42]

**করিমপুরে সংঘটিত বাউল ধ্বংস আন্দোলন:**
প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকেই লোকধর্মের সাথে শাস্ত্রীয় ধর্মের দ্বন্দ্ব।অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনে বাউল-বৈষ্ণব- ফকির ধ্বংসের চেষ্টা হয়।বিংশ শতকের সূচনা থেকে দ্বিজাতিতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় বাউল ফকির বিপন্নতার সূচনা হয়।আর স্বাধীনতার পরে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) ও পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়

বাউল ধ্বংস আন্দোলন।[43] এই ধারা থেকে করিমপুর মুক্ত থাকতে পারেনি। এখানেও প্রায় সমগ্র বিংশ শতক জুড়ে পরিচালিত বাউল ফকির নিগ্রহ।যদিও এখানকার গোঁড়া হিন্দুরা বাউলদের প্রতি উন্নাসিক দৃষ্টি নিলেও কখনোই তারা বাউলদের উপর প্রত্যক্ষ আক্রোমনে লীপ্ত হয়নি–সেটি হয়েছিল মুসলিম সমাজ কর্তৃক ফকিরদের উপর।বলা যায় প্রথম থেকেই কট্টর শরিয়ত পন্থীরা এবং মুসলিম লীগ বাউল ফকিরদের- গুরু উপাসনা,হজ রোজা প্রভৃতিতে অনাসক্তি, গোমাংস বিরূপতা প্রভৃতীর বিরুদ্ধাচারণ করতো। তারা সমগ্র বাংলা জুড়েই বাউল নিধন কার্যক্রম গ্রহণ করে।বিংশ শতকের সাতের দশক নাগাদ এই বাউল ধ্বংস আন্দোলন মুর্শিদাবাদ হয়ে প্রবেশ করে নদিয়ার করিমপুরে এবং এই অঞ্চলের বাউলদের উপর শুরু হয় পরকল্পিত নির্যাতন।[44] অনেকেই বাউল ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় শরিয়তি বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।[45]কিন্তু তারা নিজেদের বাউল মতাদর্শে অবিচল রইলো তাদের উপর শুরু হলো ধারাবাহিক আক্রোমন।

**করিমপুর বাউল ফকিরদের উপর আক্রমনের সারনী**

| আক্রোমনের সময় | আক্রান্ত বাউল/ফকির | আক্রান্তের ঠিকানা | আক্রমণের বিবরন |
|---|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ | পাঁচু ফকির | পরানপুর, নারায়নপুর | একাধিক সভায় বিশ্বাসকে আক্রমণ ও তার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প ঘোষিত হয়। [46] |
| ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ | আজাহার ফকির | গোড়ভাঙা | সামাজিক ভাবে তাকে বয়কট করা হয় এবং তাকে আক্রমণের পরিকল্পনা গৃহীত হয় ।এমনকি সভা করে তার বাড়ি লুণ্ঠনের আহ্বান জানানো হয়। [47] |
| ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ | নইমুদ্দিন | নারায়নপুর | গ্রামের ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা তার উপর ব্যাপক নির্যাতন চালাই এবং সামাজিকভাবে তাকে বয়কট করে।[48] |
| ১৯৮৭-১৯৯৫ | রুস্তম, আকশেদ, সাধের ফকির ও সমধর্মী অন্যান্য | কুচাইডাঙ্গা | জালাল উদ্দিন হাসানুজ্জামান ও অন্যান্য ধর্মান্ধরা সাধু সভা বন্ধ করে দেয় ,বাউল সাধকদের মাঠে নামতে বাধা দেয় ,গান গাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, তাদের গ্রাম ছাড়া করে, বাড়ি ভেঙে দেয়, ফসল চুরি করে এবং ব্যাপক প্রহার করে।[49] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২/৬/১৯৯২-২৬/৬/১৯৯২ | ভারত শেখ, হাজিরা বিবি, ফজলুল রহমান, মহরম, রেয়াকশ, ইসাহক শেখ | সাহেবপাড়া কলোনী, ধোড়াদহ | বাবু ,কালাম, সিরাজ ,খলিল, খোদাবক্স এবং মহরম শেখের নেতৃত্বে ধর্মান্ধরা উক্ত বাউল ফকিরদের বয়কট করে,গাছে বেঁধে মারধর করে, ফসল নষ্ট করে, পশু চুরি করে।[50] |
| ডিসেম্বর ১৯৯৬-ফেব্রয়ারী ১৯৯৭ | খোদাবক্স ময়েজ উদ্দিন রহিদুল কারিগর মানারুল | ফাজিল নগর | সিরাজ শাহ ,নাজির মাস্টার, হযরত সরদার, সাত্তার শেখ ,মোঃ নজরুল প্রমূখ ধর্মান্ধ বাউল সাধকদের গান বন্ধ করে দেয় ,গালিগালাজ করে, বাড়িতে ইট ছোড়ে, এবং মৃত বাউল সাধককে কবর দিতে বাধা দেয়।[51] |
| ৩/৪/১৯৯৭ | ফুরকান ,হাফেজ কারিগর, লিলুকা বিবি, কিয়ামত ,আকশেদ | পিপুল বাড়িয়া | জালাল মৌলভী রহেদ ও মোয়াজ্জেম শেখের নেতৃত্বে ধর্মান্ধরা উক্ত বাউল সাধকদের মারধর করে, তাদের পানীয় জল বন্ধ করে দেয়, তাদের খেত খামারে ঢোকা বন্ধ করে দেয়, গ্রাম থেকে তাদের গুরু আসমত ফকিরকে বহিষ্কার করে এবং আসমত ফকিরকে গ্রামে ঢুকতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।[52] |

করিমপুর অঞ্চলে বাউল ফকিরদের উপর দীর্ঘদিন ধরে আক্রমণ সংঘটিত হওয়ার ফলে বাউল সাধকরা সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন আর এক্ষেত্রে মসিহা হয়ে এগিয়ে আসেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝাঁ। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় বাউল ফকির সংঘ। নদিয়া মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত এই সংগঠন বাউল ফকিরদের উপর আক্রমণের প্রতিবিধানে সচেষ্ট হয় প্রয়োজনে আইনি লড়াইতে অংশগ্রহণ করে। করিমপুরের প্রতিটি ঘটনাতেই এই সংঘ সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করেছে এবং তৎকালীন সরকার বিষয়টিকে বাউল ফকিরদের দিক থেকেই সহানুভূতির সাথে দেখেছে তাই প্রতিটি ঘটনারই মোটামুটি সন্তোষজনক ফলাফল দেখা গেছে। বর্তমানে বাউল ফকিরদের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণের দৃষ্টান্ত প্রায়ই নেই। বরং বাউল ফকিরদের মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান উন্নত হয়েছে । তবে বাউল ধর্ম সাধনা অপেক্ষা চটকদারি সংগীতের ওপর মানুষের অধিক আগ্রহ, বিখ্যাত হওয়ার শর্টকাট পথ হিসেবে বাউল গান কে অবলম্বন করার মানসিকতা, বাউল ধর্ম সাধনার অত্যাধিক গোপনীয়তা অবলম্বনের জন্য মানুষের মধ্যে এই ধর্ম সম্পর্কে ভুল ধারণার সঞ্চার, প্রভৃতির ফলে করিমপুরের বাউল ধর্ম কতদূর খাঁটিত্ব বজায় রাখতে পারবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

**সূত্র:**

[1] যতীন্দ্রমোহন বাগচী, পল্লীকথা, *নদিয়ার ইতিহাস*, দ্বিতীয় পর্ব, কমল চৌধুরী (সম্পা), দেজ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃষ্ঠা ২৯৩

[2] শক্তিনাথ ঝা, *বস্তুবাদী বাউল*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৮৯ ও ১১৪

[3] শক্তিনাথ ঝা, বাউল ফকির ধ্বংসের আন্দোলন, *বর্তিকা*, জুলাই- সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, মহাশ্বেতা দেবী (সম্পা) পৃষ্ঠা ১৩

[4] শক্তিনাথ ঝা, বাউল ফকির ধ্বংসের আন্দোলন, *বর্তিকা*, জুলাই- সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, মহাশ্বেতা দেবী (সম্পা) পৃষ্ঠা ৩৫

[5] ক্ষেত্র সমীক্ষা, বাউল ফকির সঙ্গে সহ-সভাপতি তথা তকিপুরের প্রভাস মন্ডল এর সাক্ষাৎকার।

[6] ক্ষেত্রসমীক্ষা, বর্ষিয়ান সাধক ও গুরু আসমত ফকিরের সাক্ষাৎকার

[7] শক্তিনাথ ঝাঁ, বাউল ফকির ধ্বংসের আন্দোলন, *বর্তিকা*, জুলাই- সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, মহাশ্বেতা দেবী (সম্পা) পৃষ্ঠা ৩৫

[8] সুধীর চক্রবর্তী, মনের মানুষের *গভীর নির্জন পথে*, গভীর নির্জন পথে, কামিনী প্রকাশনালয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, পৃষ্ঠা ১২-১৩

[9] শক্তিনাথ ঝ, *বস্তুবাদী বাউল*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ২৭২-২৭৪

[10] ক্ষেত্রসমীক্ষা, গোড় ভাঙ্গার বাউল সাধক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী আরমান ফকিরের সাক্ষাৎকার।

[11] ক্ষেত্রসমীক্ষা, বর্ষিয়ান সাধক ও গুরু আসমত ফকিরের সাক্ষাৎকার

[12] ক্ষেত্র সমীক্ষা, বাউল ফকির সঙ্গে সহ-সভাপতি তথা তকিপুরের প্রভাস মন্ডল এর সাক্ষাৎকার।

[13] তদেব

[14] শক্তিনাথ ঝা, *বস্তুবাদী বাউল*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৬৫

[15] আজাহার ফকির, আজাহার ফকিরের গান প্রথম খন্ড, সুধী রঞ্জন দাশগুপ্ত ও জহর সেনগুপ্ত (সম্পা), একালের ধৃতি প্রকাশনী, ২০০৪,

[16] ক্ষেত্রসমীক্ষা, মজলিস পুরের বর্ষিয়ান সাধক ও গুরু আসমত ফকিরের সাক্ষাৎকার

[17] ক্ষেত্রসমীক্ষা, নারায়নপুরের পরানপুর নিবাসী মৃত বাউল ফকির এনায়েত বিশ্বাসের কন্যা, এবং তেহট্ট থানার রাজাপুর নিবাসী উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী শাহাবুদ্দিন বিশ্বাস (বেতার) এর সাক্ষাৎকার

[17/8] শক্তিনাথ ঝ, *বস্তুবাদী বাউল,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৩৫৯

[18] ক্ষেত্র সমীক্ষা, বাউল ফকির সঙ্গে সহ-সভাপতি তথা তকিপুরের প্রভাস মন্ডল এর সাক্ষাৎকার।

[19] তদেব

[20] শক্তিনাথ ঝ, *বস্তুবাদী বাউল,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৬৬

[2/30] তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৪

[21] ক্ষেত্রসমীক্ষা, মজলিস পুরের বর্ষিয়ান সাধক ও গুরু আসমত ফকিরের সাক্ষাৎকার

[22] ক্ষেত্রসমীক্ষা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তবলা শিল্পী তথা করিমপুর আনন্দপল্লীর গোপনে দেবনাথ প্রদত্ত তথ্য।

[23] ক্ষেত্রসমীক্ষা, মজলিস পুরের বর্ষিয়ান সাধক ও গুরু আসমত ফকিরের সাক্ষাৎকার

[24] তদেব

[25] ক্ষেত্রসমীক্ষা, কুচাইডাঙ্গায় সাদের ফকিরের বিধবা পত্নীর সাক্ষাৎকার, তকিপুরের প্রভাস মন্ডলের সাক্ষাৎকার,

[26] ক্ষেত্র সমীক্ষা, বাউল ফকির সঙ্গে সহ-সভাপতি তথা তকিপুরের প্রভাস মন্ডল এর সাক্ষাৎকার।

[27] ক্ষেত্রসমীক্ষা, বাঁশবেড়িয়ার রমেন দাস বৈরাগ্যের সাক্ষাৎকার

[28] তদেব

[29] ক্ষেত্রসমীক্ষা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তবলা শিল্পী তথা করিমপুর আনন্দপল্লীর গোপনে দেবনাথ প্রদত্ত তথ্য।

[30] শক্তিনাথ ঝা, বস্তুবাদী বাউল, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ২৮৭

[31] ক্ষেত্রসমীক্ষা, গোড় ভাঙ্গার বাউল সাধক খৈবর ফকির প্রদত্ত তথ্য।

[32] তদেব

[33] ক্ষেত্রসমীক্ষা, গোড় ভাঙ্গার বাউল সাধক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী আরমান ফকিরের সাক্ষাৎকার।

[34] আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাউল সাধক গোড় ভাঙ্গার মনসুর ফকিরের সাক্ষাৎকার

[35] ক্ষেত্রসমীক্ষা, গোড় ভাঙ্গার বাউল সাধক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী আরমান ফকিরের সাক্ষাৎকার।

[36] ক্ষেত্রসমীক্ষা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তবলা শিল্পী তথা করিমপুর আনন্দপল্লীর গোপনে দেবনাথ প্রদত্ত তথ্য।

[37] ক্ষেত্র সমীক্ষ, আখড়া প্রধানদের সাক্ষাৎকার

[37/8] আতাহার ফকিরের গানের খাতা

[38] গোড় ভাঙ্গার বাউল সাধক ও শিল্পী খৈবর ফকিরের গানের খাতা

[39] আজাহার ফকির, *আজাহার ফকিরের গান* প্রথম খন্ড, সুধী রঞ্জন দাশগুপ্ত ও জহর সেনগুপ্ত (সম্পা), একালের ধৃতি প্রকাশনী, ২০০৪,

[40] আসমত ফকিরের গানের খাতা

[41] ধনেশ ক্ষ্যাপা, *বাংলার বাউল: বহু তত্ত্ব সমৃদ্ধ বাউল গান* (প্রথম খন্ড)

[42] রমেন দাস বৈরাগ্যর গানের খাতা

[43] শক্তিনাথ ঝা, বাউল ফকির ধ্বংসের আন্দোলন, *বর্তিকা,* জুলাই- সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, মহাশ্বেতা দেবী (সম্পা) পৃষ্ঠা ২

[44] শক্তিনাথ ঝা, বাউল ফকির ধ্বংসের আন্দোলন, *বর্তিকা,* জুলাই- সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, মহাশ্বেতা দেবী (সম্পা) পৃষ্ঠা ৪৩

[45] সিদ্দিক হোসেন খান, 'কুচাইডাঙ্গা গ্রামের বাউল ফকিরদের উপর ১০ বছর ধরে যে ধর্মীয় নিপীড়ন চলছে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন', *'বর্তিকা'*, জুলাই- সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, মহাশ্বেতা দেবী (সম্পা) পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭৭

[46] শক্তিনাথ ঝাঁ, বাউল ফকির ধ্বংসের আন্দোলন, বর্তিকা, জুলাই- সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, মহাশ্বেতা দেবী (সম্পা) পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮

[47] তদেব

[48] তদেব

[49] সিদ্দিক হোসেন খান, 'কুচাইডাঙ্গা গ্রামের বাউল ফকিরদের উপর ১০ বছর ধরে যে ধর্মীয় নিপীড়ন চলছে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন', 'বর্তিকা', জুলাই- সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, মহাশ্বেতা দেবী (সম্পা) পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭৭ এবং Ruben Banerjee, 'BAULS: Minstrels in Distress', *India Today, 15th April 1997*, page 118-119

[50] শক্তিনাথ ঝা, বাউল ফকির ধ্বংসের আন্দোলন, বর্তিকা, জুলাই- সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, মহাশ্বেতা দেবী (সম্পা) পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪

[51] শক্তিনাথ ঝা, বাউল ফকির ধ্বংসের আন্দোলন, বর্তিকা, জুলাই- সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, মহাশ্বেতা দেবী (সম্পা) পৃষ্ঠা ৬১-৬৩

[52] তদেব